যুগান্তর

তারিখ 15 JUL 2015
পৃষ্ঠা ২১ কলাম ২

ছাত্রলীগের বিতর্কিত নেতাদের নিয়োগে জাবিতে সমালোচনা

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পদে বিতর্কিত চার ছাত্রলীগ নেতা এবং দুই কর্মকর্তার স্বজনসহ মোট ছয়জনকে অ্যাডহক ভিত্তিতে (ভিসির নিজ ক্ষমতায়) নিয়োগ দেয়ার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম সোমবার তার নিজ ক্ষমতায় ছাত্রলীগ চার নেতাসহ মোট ছয়জনকে নিয়োগ দেন বলে মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন। সোমবার রাতেই নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের কাছে নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। এদিকে এই নিয়োগে নিন্দা জানিয়ে নিয়োগ বন্ধের দাবি নিয়ে আজ (বুধবার) সকাল সাড়ে নয়টায় ভিসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে যুগান্তরকে জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাফরুহি সাত্তার টিটু। মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির একটি জরুরি সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় বলেও জানান তিনি।

নিয়োগপ্রাপ্তরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে এবং গণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা প্রক্টরের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সহ-সভাপতি আবু সৈয়দ জিন্নাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা কর্মকর্তা পদে এবং সহ-সভাপতি রাজিব চক্রবর্তী শিক্ষা শাখার প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। এছাড়া ভিসির একান্ত সচিব মো. আনোয়ার হোসেনের স্ত্রী তাসলিমা খন্দকারকে ছাত্রকল্যাণ ও পরামর্শ দান কেন্দ্রের ক্যারিয়ার গাইডেন্স পদে এবং ভিসির কার্যালয়ের সিনিয়র সর্টার মো. সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে মো. আবু হানিফকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এদের মধ্যে ফয়সাল হোসেন দীপু গত বছর ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে দোকানে ফাও খাওয়ার ঘটনায় ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগ থেকে সাময়িক বহিষ্কৃত হন। পরে তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে ছাত্রলীগ। তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর হামলা এবং হলের ক্যান্টিন মালিককে মারধরেরও অভিযোগ রয়েছে। তাকে নিয়োগ দেয়া হতে পারে এমন খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ার পর রোববার রাতে প্রায় অর্ধশত শিক্ষক ভিসির বাসভবনে গিয়ে তাকে নিয়োগ না দেয়ার অনুরোধ জানান। রাজিব চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হতে আসা এক শিক্ষার্থীর কাছে দুই লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া গত বছর ২৩ নভেম্বর মওলানা ভাসানী হলে ছাত্রলীগের এক পক্ষের ওপর অপর পক্ষের হামলার ঘটনায় ছাত্রলীগের ১৩ নেতাকর্মীসহ অজ্ঞাত পরিচয় ১০ জনের বিরুদ্ধে আশুলিয়া থানায় মামলা করেন আহত এক ছাত্রলীগ কর্মীর বাবা। ছাত্রলীগ নেতা সোহেল রানা এ মামলার আসামি।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটি চলাকালে হঠাৎ ভিসির একক ক্ষমতায় এমন নিয়োগের ঘটনায় ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম সমালোচনার মুখে পড়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মতের শিক্ষকরা এই নিয়োগকে ভিসির স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বলেও অভিহিত করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বামপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'শিক্ষক মঞ্চ' ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম' এই নিয়োগের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক যুগান্তরকে বলেন, হঠাৎ করে এমন বিতর্কিত নিয়োগ দেয়া মোটেও ভালো সিদ্ধান্ত নয়। তাছাড়া শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল একজন বিতর্কিত নেতা নিয়োগ না দেয়ার অনুরোধ জানানোর পরও তাকে নিয়োগ দেয়া শিক্ষকদের মতকে অবমূল্যায়ন করার শামিল। এই ধরনের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত ভিসিকে একসময় বিপদে ফেলবে। তাছাড়া অ্যাডহকে নিয়োগ না দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমেও এই নিয়োগগুলো দেয়া যেত বলেও জানান তারা।

বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শামছুল আলম সেলিম যুগান্তরকে বলেন, ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফয়সাল হোসেন দীপু একজন শিক্ষক লাঞ্ছনাকারী। আমরা তার নিয়োগ বন্ধ করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি। ঈদের পরে ফোরামের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে জানতে ভিসি অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলামের সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটির সভাপতি প্রো-ভিসি অধ্যাপক মো. আবুল হোসেনের কাছে নিয়োগের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ভিসি অ্যাডহক ভিত্তিক নিয়োগ দিয়েছেন, এই নিয়োগ আমার অধীনে নয়।